ইউনিট ৭

পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা

ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পঠন-পাঠনার কাজ শুরু করার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হতে হবে। এ প্রশ্নগুলো হচ্ছে ঃ

- যা শেখাচ্ছি তা কেন শেখাচ্ছি, অর্থাৎ এটির প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উপকারিতা কতটুকু ?
- যা শেখাচ্ছি তা কাকে শেখাবো, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতা ও সামর্থ্য আছে কি ?
- যা শেখাচ্ছি তা কিভাবে শেখাবো, অর্থাৎ শিখন-শেখানোর কাজকে ফলপ্রস করার উপায় কি ?

যা শেখাচ্ছি এর সঙ্গে জড়িত প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ কি শেখাচ্ছি? এ শেষের প্রশ্নটিই উপরের তিনটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এ সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব আমরা শিক্ষানীতি ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে দিতে চেষ্টা করেছি। কাকে শেখাবো ? কি শেখাবো ? কেন শেখাবো ? এ প্রশ্ন তিনটি শিক্ষানীতির গোড়াতে আলোচিত হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার স্বরূপ ও কাজ, শিক্ষার লক্ষ্য, ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি বিষয় এবং এদের দার্শনিক ও সামাজিক তাৎপর্য বিষয়গুলো আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিভাবে শেখাব ? এই প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে আমাদের শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজতে হবে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আমাদেরকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, এর স্বরূপ, এ প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে, কোন বয়সের শিক্ষার্থী কি জানতে বা শিখতে আগ্রহী, কিভাবে সে শেখে এবং শেখার সামর্থ্য তার কতটুকু ইত্যাদি বিষয় জানতে সাহায্য করে।

পঠন-পাঠন আরম্ভ করার সময় শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে তাঁর পাঠদান কিভাবে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে, কিভাবে তাকে পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা যাবে, কিভাবে তাঁর পাঠদান আনন্দ-মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীরাও তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে। সুতরাং কাকে শেখাবেন কথাটিও স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়বে। আমরা জানি, শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা মতে শিক্ষার্থী আর শ্রেণীকক্ষের নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়, শিক্ষা রঙ্গমঞ্চের সেই প্রধান নায়ক। অর্থাৎ জ্ঞানের পথে শিশুকে চলতে হবে নিজের পায়ে হেঁটে। শিক্ষক পাশে থাকবেন সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক হিসেবে।

সুতরাং শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে প্রবেশ করার আগেই স্থির করে নিতে হবে তাঁর পাঠদান পদ্ধতি। পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও সামর্থ্য -এই দুই দিক বিবেচনা করেই শিক্ষক তাঁর পাঠ পরিচালনার একটি পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। কোন সৃজনধর্মী কাজ শুরু করার আগেই তার একটি পরিকল্পনা করে নিতে হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে একটি ছোট নক্সা তৈরি করে নিতে হয়। অন্যথায় সেই কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

শিক্ষাদানের মতো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিল কাজেরও একটি পূর্ব পরিকল্পিত নক্সা অবশ্যই তৈরি করে নিতে হবে। তা না হলে পাঠদান কখনো সার্থক হতে পারে না। পাঠদানের এই পূর্ব পরিকল্পিত নক্সাই হলো পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠটীকা।

এ ইউনিটটিকে নিম্নলিখিত তিনটি পাঠে ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

পাঠ - ১ পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা ঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ - ২ হার্বার্টের পঞ্চসোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা ও ত্রি-সোপানিক পাঠ পরিকল্পনা
পাঠ - ৩ ত্রিসোপানিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা ঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ পাঠ পরিকল্পনা কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- ❑ পাঠ পরিকল্পনা কত রকমের হতে পারে তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ❑ পাঠটীকা কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- ❑ পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- ❑ বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার দিক থেকে পাঠটীকা কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।

পাঠ পরিকল্পনা

পৃথিবীতে জ্ঞান ও দক্ষতা লাভের ক্ষেত্র অন্তহীন। যাবতীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বা কৌশলকে আয়ত্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আবার আমাদের সম্মুখে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের বিষয়বস্তু এসে পড়ে সেগুলোর মধ্যে সব সময় ছন্দ, মিল বা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না। অতএব শিক্ষকের কাজ হচ্ছে জ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে সুবিন্যস্ত করা বা সাজানো। এ কাজটি করতে হলেই পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন।

পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কাজে পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাড়াঁয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান কৌশল এই তিনটি উপাদানের প্রতি নজর রেখে সঠিক শিক্ষাদান পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

শিক্ষাদানে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যস চি প্রণয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়েই।

বাংলাদেশের নব প্রবর্তিত নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনার সময়ে কোন স্তরের কোন শ্রেণীতে কি কি বিষয় (আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক) পড়তে হবে, প্রত্যেকটি বিষয় পড়াতে সারা বছরে কয়টি পিরিয়ডের প্রয়োজন হবে, প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যসূচি সময় মতো সুসম্পন্ন করতে হলে কিভাবে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সময় বণ্টন করতে হবে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক্রমের মধ্যেই সুপরিকল্পিত উপায়ে পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাদানের প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনার সূত্রপাত শিক্ষাক্রমের মধ্যেই অন্ত র্নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাদানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার দায়িত্ব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকগণ অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় বছরের প্রথমেই পালন করে থাকেন। তারই বাস্তব রূপ আমরা লক্ষ্য করি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ও দৈনিক সময়পত্রের (Daily Class Routine) মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক চাহিদা, বিষয় শিক্ষকের সংখ্যা, শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই সাপ্তাহিক সময়পত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে কতগুলো জ্ঞানমূলক, কতগুলো দক্ষতামূলক, কতগুলো রসবোধমূলক এবং কতগুলো সহপাঠক্রমিক ও সক্রিয়তা ভিত্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে তারও সুষ্ঠু পরিকল্পনা শিক্ষা বছরের শুরুতেই নেওয়া হয়। সারা বছরের পরিকল্পনাকে আবার তিনটি

পর্যায়েঃ (১) প্রথম সাময়িক (জানুয়ারি থেকে এপ্রিল) (২) দ্বিতীয় সাময়িক (মে থেকে আগস্ট)

(৩) চূড়ান্ত (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর) বিভক্ত করা হয় এবং সেই অনুসারে কোন সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কোন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তাও পূর্ব নির্ধারিত থাকে।

শিক্ষাদানের তৃতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন প্রত্যেক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ (Subject Teacher)। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সাপ্তাহিক ছুটি সহ অন্যান্য ছুটি, উৎসব, অনুষ্ঠান আয়োজন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বাদে সারা বছরে কয়টি দিন, কয়টি পিরিয়ড এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাওয়া যেতে পারে সেই অনুসারে পঠিতব্য পাঠ্যসূচি সময়মতো সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম(Detailed Programme)গ্রহণ করা হয়।

উপরিউক্ত তিন ধরনের বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিক কার্যক্রম বণ্টনকে বার্ষিক (Annual Scheme of Work) কার্য পরিকল্পনা বলে।

পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)

সারা বছরের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর বিষয় শিক্ষকের দায়িত্ব হলো দৈনন্দিন পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, মানসিক ক্ষমতা, বয়স,

র€চি, আগ্রহ ইত্যাদি বিচার করে শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন জ্ঞান ও কৌশল অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীপাঠনার জন্য দৈনিক যে পূর্ব প্রস্তুতি (লিখিত বা অলিখিত) গ্রহণ করে থাকেন, তাকে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) বলা হয়। এই পর্যায়ে বিষয়

ত পরিকল্পনার দ্ধান্ত সমূহ

শিক্ষককে কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শ্রেণীপাঠনার জন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করতে হয়।

- তিনি তাঁর পাঠদান পদ্ধতি কি হবে?
- কি কি পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন?
- পাঠদানের আয়োজন, উপস্থাপন, মূল্যায়ন ও অভিযোজন পর্যায়ে কি কি কাজও কতটুকু সময় ব্যয় করবেন? যেমন -

* তিনি কোন শ্রেণীতে পাঠদান করবেন ?
* তিনি পাঠ্য বিষয়ের কোন্ নির্দিষ্ট অংশটুকু পড়াবেন?

অনেক শিক্ষাবিদের মতে, পাঠ পরিকল্পনা লিখিতভাবে প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। তবে কোন কোন শিক্ষাবিদ লিখিত পাঠটীকার উপর তত গুরুত্ব আরোপ না করলেও যথার্থ প্রস্তুতি ছাড়া শ্রেণীতে পাঠদান করা যে সমীচীন নয় - একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অনুশীলনী পাঠদান বা ব্যবহারিক পাঠদান করার পূর্বশর্ত হলো পাঠটীকা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যাপককে দিয়ে তা সংশোধন ও অনুমোদন করিয়ে নেওয়া।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বিষয়ের পাঠেই কিছু জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্য অর্জন, রসবোধের অবকাশ থাকে। যেমন, বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শুধু জানার্জন নয়, এতে জ্ঞান ছাড়াও রয়েছে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। তেমনি গণিতের পাঠ শুধু দক্ষতা দেয় না, গাণিতিক জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিও এ বিষয় পাঠের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান নৈপুণ্য (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) ও অনুভূতি (feeling taste attitude) পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ও মনে করা হত শ্রেণী পাঠনার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ করা। দক্ষতা অর্জনকে শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নস্তরের শিক্ষা বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমান যুগে কোন বিষয়ে

নৈপুণ্য অর্জনকে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রসাস্বাদন মূলক বা অনুভূতিম লক পাঠদানও বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে সকল বিষয়ে পাঠের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর অনুভূতি জাগানোর সক্রিয় প্রচেষ্টা চলছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও প্রাত্যহিক পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি। প্রাত্যহিক অনেক সময় পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন শিক্ষাবিদ উভয়ের মধ্যে তেমন গুরুতর পার্থক্য আছে বলে মনে করেন না। ইংরেজি Lesson note বলতে তাঁরা সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়বস্তু ও পাঠদান পদ্ধতির সংকেত লিখন বা লিপিবদ্ধ করাকে বুঝিয়ে থাকেন। তবে একথা নিশ্চিত যে, পাঠ পরিকল্পনার পরিধি পাঠটীকার চাইতে ব্যাপক ও বিস্তৃত। পাঠটীকা অর্থে পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করা গেলেও পাঠ পরিকল্পনা অর্থে পাঠটীকা বা Lesson note শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষকের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় বহন করে।

সাধারণভাবে, পাঠটীকা পাঠের বিশেষ দিকগুলোকে তুলে ধরে আর পাঠ পরিকল্পনা পাঠের সামগ্রিক দিকগুলো বিশদভাবে তুলে ধরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. পাঠটীকা ও পাঠ-পরিকল্পনা মধ্যকার পার্থক্য কি ?
   ক. দুটি শব্দই সমার্থক
   খ. পাঠটীকা সংক্ষিপ্ত, পাঠ পরিকল্পনা সামগ্রিক
   গ. পাঠ পরিকল্পনা সময় সাপেক্ষ, পাঠটীকা সময় সাপেক্ষ নয়
   ঘ. দুটি শব্দে কোন পার্থক্য নেই

২. পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করার সময় শিক্ষকের বিশেষভাবে কি মনে রাখতে হবে ?
   ক. শিক্ষার্থীর শক্তি-সামর্থ্য খ. শিক্ষার্থীর চাহিদা
   গ. শিক্ষার্থীর পারগতা ঘ. উপরের সব কয়টি

৩. পরিকল্পনা ছাড়া পাঠদান সম্পূর্ণভাবে সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু ?
   ক. সার্থক হতে পারে খ. সার্থক হতে পারে না
   গ. সার্থক হতেও পারে নাও হতে পারে ঘ. পরিকল্পনা সার্থকতা সম্পর্কহীন

৪. বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ?
   ক. জ্ঞানমূলক পাঠ খ. নৈপুণ্যমূলক পাঠ
   গ. অনুভূতিমূলক পাঠ ঘ. সব কয়টি

৫. শিক্ষাদান পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণের সময় কিসের প্রতি নজর দিতে হবে ?
   ক. শিক্ষাদানের কলাকৌশল খ. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ধরন
   গ. শিক্ষার্থীর বয়স, পারঙ্গমতা, চাহিদা ঘ. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা ও পরিমণমন

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় ? এ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ?
2. পাঠটীকা ও পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি ? পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কি ?

পাঠ ২

হার্বার্টের পঞ্চসোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা ও ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতির বিভিন্ন দিক উলে-খ করতে পারবেন;
- ত্রি-সোপানিক পাঠটীকা কি ও কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হার্বার্টের পঞ্চসোপান ও ত্রি-সোপানিক পাঠটীকার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- বর্তমানে কোন ধরনের পাঠটীকা অধিক প্রচলিত তা বলতে পারবেন।

র্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি

জার্মান শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ, পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও পাঠটীকা প্রণয়নের একটি সুনির্ধারিত কাঠামো তৈরি করেন। তাঁর এই কাঠামোতে পাঁচটি সোপান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে তাঁর পাঠদান পদ্ধতিকে পঞ্চসোপান পদ্ধতি এবং তাঁর উপস্থাপিত নির্ধারিত ছকের পাঠটীকাকে হার্বার্টিয় পাঠটীকার পঞ্চসোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা নামে অভিহিত করা হয়।

র্টীর শিখনতত্ত্ব

শিক্ষার্থীর জ্ঞানভান্ডার কি করে বৃদ্ধি পায়, কি করে তার নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হয়, সে বিষয়ে হার্বার্টের একটি নিজস্ব মত আছে। তিনি বলেন, মানুষের মন এক ও অভিন্ন। জন্মকালে কোনকিছুই সে শিখে আসে না। পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের ফলে সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে। এই অভিজ্ঞতাগুলো শিশুর মনের মধ্যে গিয়ে পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে নতুন নতুন ভাব তৈরি করে চলে। এই ভাবগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন ভাবজট (Apperceptive Mass) । এই ভাবজট তত্ত্বটিই হার্বাটীয় শিক্ষাদানের মূল কথা। শিশুকে নতুন কোন অভিজ্ঞতা দিতে হলে তার পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা ভাবজটের সাথে জড়িত করে দিতে হবে, তবেই তা শিক্ষার্থী গ্রহণ করবে।

শ্রেণী পাঠনায় এই পন্থা অনুসরণ করার জন্য তিনি পাঠের কাজকে কয়েকটি স্তরে বা সোপানে ভাগ করেছেন। সোপানগুলো যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে পরস্পর বিন্যস্ত। সোপানসমূহ অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারলে শ্রেণীকক্ষে পাঠের কাজকে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব।

ঞ্চসোপনা

হার্বার্টের এই শিক্ষণ তত্ত্ব পরে জিলার (Ziller) প্রমুখ তাঁর শিষ্যগণ কর্তৃক আরো সংশোধিত ও মার্জিত হয়ে "পঞ্চসোপানিক শিক্ষা পদ্ধতি" (Five Formal Steps of Instruction) প্রচলিত হয়েছে। হার্বার্টীয় শিক্ষাণ পদ্ধতি পাঁচটি সোপানের নাম হল ঃ

- আয়োজন বা প্রস্তুতি (Preparation)
- উপস্থাপন (Presentation)
- তুলনাকরণ ও বিমূর্তকরণ (Comparison and Abstraction)
- গূত্রনিষ্কাশন বা সাধারণীকরণ (Generalization)
- অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)

হার্বার্টীয় পঞ্চসোপান পদ্ধতি গত এক শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ শিক্ষাজগতে বিশেষ স্থান পেয়ে এসেছে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে হলে পঠন-পাঠন ক্রিয়াকে এই পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক বলে অনেক শিক্ষাবিদই স্বীকার করেছেন।

ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনা

ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনা ঃ কি ও কেন ?

যদিও হার্বার্ট ও তাঁর অনুগামী শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাদানের সোপানের পাঁচটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এর দুটি সোপানকে বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষকগণ বাদ দিতে বাধ্য হন। সে দুটি হলো তুলনাকরণ বা অনুষঙ্গ স্থাপন এবং সাধারণীকরণ। বস্তুত এই সোপান দুটো স্বতন্ ভাবে অনুসরণ করাও অনাবশ্যক। উপস্থাপনের সাথে সাথে এদুটি প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই অনুসৃত হয়ে যায়। তাছাড়া পাঁচটি সোপান স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করার মতো পর্যাপ্ত সময় বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ শিক্ষণকালের মধ্যে পাওয়াও যায় না। বর্তমানে এই পাঁচটি সোপানকে আরো সংক্ষিপ্ত করে ত্রি-সোপানিক পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই তিনটি সোপান যথাক্রমে ঃ

- আয়োজন (Preparation)
- উপস্থাপন (Presention)
- অভিযোজন (Application)

সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত পাঠ-পরিকল্পনা পঞ্চসোপানিক নয়, ত্রি-সোপানিক।

এই তিনটি সোপানিক ভিত্তি করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

প্রাথমিক বিবরণাদি ঃ পাঠ-পরিকল্পনার প্রারম্ভেই কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে -

পরিচিতিমূলক তথ্য

- বিদ্যালয়ের নাম
- শ্রেণী
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা
- শিক্ষার্থীর গড় বয়স
- সাধারণ পাঠ
- বিষয়
- বিশেষ পাঠ
- পাঠের মোট সময়
- শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম
- তারিখ

পাঠ-পরিকল্পনা রচনাকালে এই প্রাথমিক বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে। শ্রেণী শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের গড় বয়স জানা থাকলে শিক্ষক শ্রেণীর শিক্ষাগত মান বুঝতে পেরে সেই অনুসারে পাঠটীকা রচনা করতে পারেন। পাঠদানের জন্য নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয়, অন্যথায় ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠটি সুসম্পন্ন করতে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। সেই সাথে পঠনীয় বিষয়ের নাম, সাধারণ পাঠ, নির্ধারিত দিনের বিশেষ পাঠ বা আজকের পাঠ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করতে হবে। সবশেষে পাঠদানের তারিখও পাঠ-পরিকল্পনায় উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য ঃ প্রত্যক্ষ বা মুখ্য এবং পরোক্ষ বা গৌণ ঃ যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে পাঠদান করা হবে সেই বিষয়টি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উদ্দেশ্যটি শিক্ষকের ভালোভাবে জানতে হবে। উদ্দেশ্য স্থির না থাকলে পাঠদান ভিন্নমুখী হতে পারে, তাতে শিক্ষাদান সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না।

উদ্দেশ্য নিরূপণে বিবেচ্য

উদ্দেশ্য দু'ধরনের, একটি হবে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য, অপরটি পরোক্ষ বা গৌণ। সাধারণভাবে বিষয়টি পঠন-পাঠনে প্রধান যে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হবে তা হচ্ছে প্রত্যক্ষ আর সেই পাঠদান থেকে শিক্ষার্থী অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সমস্ত গুণাবলী অর্জন করতে পারবে সেটাই হচ্ছে পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধরনের পাঠ

ইতোপূর্বে তিন রকম পাঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানমূলক, নৈপুণ্যমূলক এবং অনুভূতিমূলক পাঠ। জ্ঞানমূলক পাঠের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা, আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্তা, যুক্তি , বিশ্লেষণ ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন। নৈপুণ্যমূলক পাঠের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা, আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবনী শক্তির বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা দান।

রসবোধ অনুভূতিম লক পাঠের পাঠদানের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের রসোপলব্ধি করতে এবং মানবিক অনুভূতি (যেমন-দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, জাতির প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশির প্রতি ভালবাসা, দেশপ্রেম, মানব হিতৈষণার মনোভাব) জাগাতে সাহায্য করা আর পরোক্ষ উদ্দেশ্য হলো ভাবের উদ্দীপনা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সাধন।

উদ্দেশ্য আচরণিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ শিক্ষাটি কি করতে পারবে, কি বলতে পারবে, এক কথায় তার আচরণে যে বাঞ্ছিত পরিবর্তনটি শিক্ষক পেতে চান, তা লিখিত ভাবে

সম্পর্কিত ধারণা

উদ্দেশ্যের ভেতর প্রতিফলিত হবে। উদ্দেশ্যের পর পাঠ পরিকল্পনায় যে বিষয়টির উলে-খ অত্যাবশ্যক সেটি হচ্ছে পাঠ সম্পর্কিত ধারণা অর্থাৎ শিক্ষক যে পাঠটি দেবেন সে পাঠের অনুস্থিত মূল বক্তব্য। এই ধারণা পাঠের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য এবং এটি পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পাঠের অন্তস্থিত মূল ধারণা বা বক্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা থাকলেই কেবল শিক্ষক পাঠটিকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

উপকরণ ঃ পাঠদানের সহায়ক হিসেবে জ্ঞান ও নৈপুণ্যমূলক পাঠের জন্য যে সমস্ত দৃশ্য শ্রব্য

শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করা আবশ্যক, এই পর্যায়ে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। রসবোধম লক বা অনুভূতিমূলক বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠনমূলক পাঠে মূর্ত শিক্ষোপকরণের প্রয়োজন হয় না তবে প্রয়োজনবোধে টেপ রেকর্ডার, ভি সি আর, শর্টসার্কিট টেলিভিশন প্রোগ্রাম ব্যবহার চলতে পারে।

আয়োজন (Preparation) ঃ এই সোপান থেকেই প্রকৃত পাঠদানের কাজ শুরু হয়। হার্বার্টের তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠনার ক্ষেত্রে এই সোপানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠদান করতে হবে সেই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক কোনও পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর আছে কিনা, থাকলে কতটুকু আছে, নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে সুকৌশলে শিক্ষক তা আবিষ্কার করেন। যে বিষয়টি পড়ানো হবে সেই বিষয়ের ভাবজট (Apperceptive) উদ্বোধিত করে তারই সঙ্গে জড়িত করে দিতে হবে নতুন ভাব। অবশ্য এই অংশে প্রশ্নের সংখ্যা সীমিত থাকা আবশ্যক। ৩ থেকে ৫টি সুনির্বাচিত প্রশ্নের সাহায্যেই পুর্বজ্ঞানের বা পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে হয়। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি বা পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার পর শিক্ষক নির্ধারিত দিনের নতুন পাঠ ঘোষণা করবেন এবং তা বোর্ডে লিখে দেবেন। অর্থাৎ কোন বিষয়টি তিনি আলোচনা করবেন, তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন।

ন ও পর্ব অভিজ্ঞতা

উপস্থাপন ঃ এই সোপানের মাধ্যমে পঠনীয় বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করেন। প্রকৃত পাঠদান কাজটি এই সোপানেই সংঘটিত হয়। সমগ্র পাঠটীকার মধ্যে এই সোপানটি দীর্ঘতম এবং এই সোপানের মাধ্যমেই শিক্ষক-শিক্ষিকা ঐ দিনের শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করে থাকেন। পাঠটীকায় জ্ঞানমূলক পাঠের উপস্থাপন দুই অংশে বিভক্ত - (১) ডানদিকে বিষয় (২) বামদিকে পদ্ধতি। বিষয় অংশে পাঠ্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়, আর পদ্ধতি অংশে সেই বিষয়ঘটিত কতকগুলো প্রশ্ন করতে হয়, যার উত্তরের প্রসঙ্গে বিষয়ের আলোচনা করা যায়। অর্থাৎ এক অংশে লিখতে হবে 'কি পড়াব' অপর অংশে লিখতে হবে 'কেমন করে পড়াব'।

কৃত পাঠদান

ভাবমুখী বা অনুভূতিমূলক পাঠে বিষয় অংশ আলাদা করে লেখার প্রয়োজন নেই। কারণ সাহিত্যের পাঠে পুরোপুরি সাহিত্যের বিষয়বস্তুই চাই, তার আর সংক্ষিপ্ত উলে-খ নিষ্প্রয়োজন। পদ্ধতি অংশে কতকগুলো রসগ্রাহী প্রশ্ন বা পাঠদানের নির্দেশ থাকতে পারে।

অভিযোজন (Application) ঃ সমগ্র পাঠটি এক বা একাধিক শীর্ষে আলোচনার পর এই সোপানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু পাঠ্য বিষয়ে আরত্ত করতে পেরেছে, তার পরিমাপ বা মূল্যায়ন করবেন। এই সোপানের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষক পাঠের সারাংশ আদায় করবেন, প্রয়োজনবোধে তাদের সহায়তায় সারাংশ বোর্ডে লেখানোর ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ ঃ পাঠদান শেষে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বাড়িতে করণীয় কতকগুলো কাজ সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে থাকেন। বাড়ির কাজ দেবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেন খুব দীর্ঘ না হয়, কারণ দীর্ঘ কাজ সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীরা বিরক্তিবোধ করতে পারে। এ ধরনের বাড়ির কাজের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষণীয় বিষয় অনুশীলন বা চর্চা করতে এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা প্রয়োগ করতে সাহায্য করা।

পঞ্চসোপানিক ও ত্রি-সোপানিক পাঠ পরিকল্পনা

পঞ্চসোপন ও ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনাঃ তুলনামূলক আলোচনা

যে ধরনের পাঠপরিকল্পনা আলোচনা করা হলো, আপাতঃদৃষ্টিতে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ মনে জাগে না। তবে এই ধরনের পঞ্চসোপানিক ও ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহশীল করে তোলা সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলেও তার কার্যকারিতা কতটুকু তা ভেবে দেখা আবশ্যক।

মনস্ তত্ত্বভিত্তিক শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী রুচি, প্রবণতা, আগ্রহ, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের দিক থেকে অপর শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা। এই পার্থক্য যথাসাধ্য মেনে নিয়েই পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি কঠিন কাজ। শিক্ষক যখন পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে ক্লাসে যান সেটাতো সমস্ত ক্লাসের দিকে লক্ষ্য রেখে, কিন্তু শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থী যে কোন দিক থেকেই সমান হতে পারে না। প্রচলিত পাঠটীকায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির অভাব দেখা যায়।

হার্বার্টীয় পদ্ধতির যান্ত্রিকতা

উপরিউক্ত উভয় প্রকারের পাঠ-পরিকল্পনার তত্ত্বটি হার্বার্টীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু বর্তমানে হার্বার্টীয় দর্শনের যুক্তিগুলো অভ্রান্ত বলে মনে করা হচ্ছে না। তাছাড়া পাঠ্যবিষয়কে স্তরে স্তরে ভেঙ্গে পাঠ পরিচালনায় যে পদ্ধতি তিনি দিয়েছেন তা যেন বড় বেশি যান্ত্রিক। তাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা অনেকখানি সংকুচিত। উপরন্তু এই পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠের চেয়ে শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠকেই অধিকতর প্রাধান্য দেয়। সুতরাং এই সকল দিক বিবেচনা করে প্রচলিত পাঠটীকাকে শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করতে অনেকেই রাজী নন।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

পাঠ-পরিকল্পনা হলো পাঠ পরিচালনা পদ্ধতির নক্সা। শ্রেণীকক্ষে যে পাঠ দিতে হবে শিক্ষককে তার জন্য আগেই প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই প্রস্তুতিটি কিভাবে হওয়া আবশ্যক? প্রথমেই পাঠদানের উদ্দেশ্য নির্ণয় অর্থাৎ কি উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে ঢুকেছেন সেটি বেশ সুস্পষ্টভাবে তাঁর মনের মধ্যে থাকা চাই। প্রত্যেকটি পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিন্তায় ও কর্মে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা।

আচরণীয় পরিবর্তন

পাঠ গ্রহণের পরে নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীর এ বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটবে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট পাঠের মাধ্যমে কি জাতীয় পরিবর্তন ঘটাতে হবে সেই সম্বন্ধে শিক্ষকের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। যে কোন বিষয়েই হোক, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক তাঁর পাঠ-পরিকল্পনায় পাঠটির মৌল উদ্দেশ্য ভালভাবে বিশে-ষণ করে দেখবেন। তারপর সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কি কি আচরণ আশা করা যায় সেগুলো স্থির করে নেবেন। এই আচরণ ত্রিবিধ ঃ

- পাঠ্যবিষয়ের মর্ম গ্রহণ (Comprehension)
- রসগ্রহণ (Appreciation)
- সৃজনাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা (Creative activity)

এই উদ্দেশ্যগুলো সকলের পক্ষেই বা সকল পাঠের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত নাও হতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণের বিভিন্নতা দেখা যেতে পারে।

মোট কথা, শিক্ষক কিভাবে পাঠ পরিচালনা করবেন সেটি শ্রেণীকক্ষের অবস্থার উপরই সম্পর্ণ নির্ভর করবে। তাই বর্তমানে বলা হচ্ছে, পাঠদানের প্রাথমিক কাজ হলো আগ্রহ সঞ্চার বা প্রেষণা সৃষ্টি করা (Motivation)। এই আগ্রহ সঞ্চার করতে গিয়ে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

ল্যায়ন কৌশল

পাঠ পরিচালনা করতে গিয়ে প্রত্যেক পদক্ষেপে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে তার কোন আচরণের প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর কি ধরনের অভিজ্ঞতা হবে এবং তার আচরণে কি পরিবর্তন ঘটবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তিত আচরণের মূল্যায়নও করতে হবে। তবেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন তার শিক্ষাদান প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হলো। মূল্যায়নের কাজটি যাতে যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিক (ঙনলবপঃরাব) ভাবে করা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোট কথা, হার্বার্টীয় পদ্ধতি ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে তফাত খুব দুস্তর নয়। হার্বার্টীয় পদ্ধতিতে পাঠটীকার উদ্দেশ্যটি তেমন পরিষ্কার নয়। আধুনিক পাঠটীকায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিক্ষার্থীর আচরণমূলক প্রতিক্রিয়ার (behavioristic pattern) উপর। এছাড়া অন্যান্য পার্থক্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

তবে হার্বার্টীয় পাঠ পরিকল্পনার জন্য যেমন একটি ধারাবাহিক বাঁধা ছক আছে, আধুনিক পাঠ পরিচালনায় তা নেই। সেই দিক দিয়ে প্রচলিত ত্রি-সোপানিক পাঠটীকা অনুসরণ অনেকখানি সহজ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সামান্য কিছু রদবদল ও সংস্কার সাধন করলে হার্বার্টীয় ত্রি-সোপানিক পাঠটীকা অনুসরণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ?

ক. জ্ঞানমূলক পাঠ　　খ. নৈপুণ্যমূলক পাঠ
গ. অনুভূতিমূলক পাঠ　　ঘ. সব কয়টি

২. হার্বার্টীয় পঞ্চসোপান পদ্ধতির তৃতীয় সোপানটি কি ?

ক. তুলনামূলক ও বিমূর্তকরণ　　খ. অভিযোজন
গ. প্রয়োগ　　ঘ. উপস্থাপন

৩. হার্বার্টীয় শিখনতত্ত্ব কে সংশোধন করেন ?

ক. ফ্রোয়েবল　　খ. জিলার
গ. পেস্তালৎ সি　　ঘ. বিনে

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. হার্বার্টীয় পঞ্চসোপান পদ্ধতির বিভিন্ন সোপানের বর্ণনা দিন।
2. ত্রি-সোপানিক পদ্ধতির ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট ৭

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১

১। খ　　২। খ　　৩। গ　　৪। ক　　৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

১। ক　　২। ক　　৩। খ

পাঠ ৩

ত্রি-সোপানিক পাঠ-পরিকল্পনার নমুনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ত্রি-সোপানিক পাঠটীকা কিভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা বলতে পারবেন;
- মানসিক প্রস্তুতি সোপানে কি ধরনের কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় তা বলতে পারবেন;
- কবি বা লেখক পরিচিতির জন্য কি ধরনের কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হয় তা বলতে পারবেন;
- ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের প্রকৃতি কেমন হওয়া আবশ্যক তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরীক্ষামূলক প্রশ্নের প্রকৃতি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তা শনাক্ত করতে পারবেন এবং
- বাড়ির কাজের জন্য কি ধরনের প্রশ্ন সংযোজন করা যায় তা বলতে পারবেন।

ত্রি-সোপানিক পাঠটীকার নমুনা

বিষয়বস্তু	পাঠটীকা
বিদ্যালয় - মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় শ্রেণী - অস্টম শ্রেণী ছাত্র সংখ্যা - ৫০ শিক্ষক - ক্রমিক সংখ্যা -	 বিষয় - বাংলা সাধারণ পাঠ - কবিতা বিশেষ পাঠ - ন্যায়দন্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারিখ - ৩/২/৮৬

উদ্দেশ্য

(ক) কবিতাটির মর্ম অনুধাবন, রসগ্রহণ, সুন্দরভাবে পঠন ও প্রকাশের স্বকীয়তা অর্জন।

- কবিতাটি ছন্দ, যদি ও বিরামচিহ্ন অনুসরণ করে পড়তে পারবে;
- কবিতাটির সারমর্ম বর্ণনা করতে পারবে;
- কবিতার অন্তর্গত বিভিন্ন উপলব্ধিম লক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে;
- কবিতাটি থেকে যে কোন উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা দিতে পারবে;
- বিভিন্ন শব্দের অর্থ বলতে পারবে এবং
- কঠিন শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ করতে পারবে।

(খ) শিক্ষার্থীর কল্পনা, চিন্তা ও সৃজনশীল সত্তার বিকাশ সাধন।

- কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি কি বলতে চেয়েছেন তা বর্ণনা করতে পারবে;
- ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায় তা শনাক্ত করতে পারবে এবং
- ন্যায়ের প্রতি ইতিবাচক এবং অন্যায়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করবে।

ধারণা

স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং ন্যায়ের দন্ড তার হাতেই ন্যস্ত করেছেন। মানুষকে ন্যায় কাজ করতে হবে এবং সবরকম অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে হবে। যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় সে অন্যায়কারীর মত সমান দোষী।

উপকরণ ঃ রবীন্দ্রনাথের ছবি, হাইকোর্টের ছবি এবং শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ

সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
প্র	শ্রেণী বিন্যাস	যথা সময়ে শ্রেণীতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রয়োজনবোধে শ্রেণী বিন্যাস করবো।	শিক্ষার্থীরা সহযোগিতা করবে।
স্ত	বাড়ির কাজ সংগ্রহ	শ্রেণী নেতা/নেত্রীর সাহায্যে বাড়ির কাজ সংগ্রহ করবো।	শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ জমা দেবে।
তি		আজকের পাঠের উপযোগী মানসিক পরিবেশ গঠন করার উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতি/পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো এবং প্রয়োজনবোধে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণের সাহায্যে প্রশ্ন করবো।	
উ প স্থা		১। স্কুলে আসার পথে যদি দেখ একটি দুরন্ত ছেলে একটি নিরীহ ছেলেকে বেদম প্রহার করছে, তোমরা তখন কি করবে ? ২। এই দুজন ছেলের মধ্যে কার প্রতি তোমার সহানুভূতি জাগবে ? ৩। এই সহানুভূতির কারণ কি ? ৪। যেখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করা হয় তাকে কি বলে? ৫। (হাইকোর্টের ছবি দেখিয়ে) এই ছবিটিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ?	শিক্ষার্থীদের মন্তব্য। সাড়া - ১। দুরন্ত ছেলেকে প্রহার করতে মানা করবো। ২। নিরীহ ছেলেটির প্রতি। ৩। বিবেক বুদ্ধি ৪। জর্জকোর্ট, হাইকোর্ট ৫। হাইকোর্ট
	নতুন পাঠ ঘোষণা	অতঃপর আজকের নতুন পাঠ ঘোষণা করবো এবং তা বোর্ডে লিখে দেবো। "ন্যায়দন্ড" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় আজকের নতুন পাঠ লিখে নেবে।
প	কবি/লেখক পরিচিতি	নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে কবি/লেখক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবো ১। (রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়ে)	সম্ভাব্য সাড়া ১। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে।
ন		এই ছবিটি কার ? ২। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?	৩। সোনার তরী, বলাকা, চিত্রা, মানসী। ৪। গীতাঞ্জলি।
		৩। তাঁর রচিত দু'তিনটি কাব্য গ্রন্থের	৫। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

		নাম বল।	

সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
		৪। কোন কাব্য লিখে তিনি নোবেল পুরস্কার পান ?	
		৫। তিনি কত সনে মৃত্যুবরণ করেন ?	
উ	শিক্ষকের আদর্শ পাঠ	উচ্চারণ, ছন্দ, যতি ও ভাব অনুযায়ী পাঠ্যাংশটি এক বা একাধিকবার পাঠ/আবৃত্তি করে শুনাবো।	শিক্ষার্থীরা বই খুলে মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করবে।
	মনোযোগ পরীক্ষা	শিক্ষার্থীরা আমার পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনেছে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে আরও সহজ কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো এবং প্রয়োজনবোধে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণের সাহায্যে প্রশ্ন করবো।	
প			ছাত্র/ছাত্রীদের সম্ভাব্য সাড়া
		১। সৃষ্টিকর্তা বিচার বুদ্ধির কাজে লাগাবার ভার কার উপর দিয়েছেন? ২। কবি কিভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে চান ?	১। প্রত্যেক মানুষের উপর। ২। কাউকে ভয় না করে। ৩। সেই দায়িত্ব পালন করতে চান।
		৩। যে অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করা কিসের লক্ষণ ?	৩। দুর্বলতার লক্ষণ।
		৪। যে অন্যায় সহ্য করে কবি তাকে ঘৃণা করতে বলেছেন কেন ?	৪। কারণ নীরবে অন্যায় সহ্য করাও অপরাধ।
		৫। অন্যায় যে করে, তাকে ক্ষমা না করে কি করা আবশ্যক ?	৫। তার শাস্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
স্থা	উচ্চারণ শেখানো	নিচের শব্দগুলি একে একে বোর্ডে লিখে দেবো।	বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের দিয়ে বিশুদ্ধ ইচ্চারণ অনুকরণ করতে বলবো -
		শব্দ	উচ্চারণ
প		প্রত্যেকের শাসন	portteker sason
		সম্মান	samman
		সত্য	sotto
		ক্ষীণ	khino
		সম	somo
ন	ব্যক্তিগত সরব পাঠ	বিভিন্ন মেধার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ্যাংশটির শীর্ষভাগ করে বিশুদ্ধভাবে পড়তে বলবো এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তায় পড়ার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবো।	শিক্ষার্থীরা বই খুলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং পাঠে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তা নির্দেশ করবে।
	শব্দার্থ শিখানো	পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত এমন কতকগুলো শব্দ যেগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীদের জানা নেই তা থাকলে জিজ্ঞেস করতে বলবো, শিক্ষার্থীদের অপারগতায় নিজে সাহায্য করবো।	শিক্ষার্থীদের দিয়ে শব্দার্থ বোর্ডে লেখাবো, অন্যান্য শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় তা লিখে নেবে।

সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
উ		শব্দ	অর্থ
		করে	হাতে
		সুরু	কঠিন
		দুরূহ	সহজ সাধ্য নয়
		শিরোধার্য	মাথা পেতে নেয়া
		রুদ্র	ভয়ংকর, নিষ্ঠুর
		ঝলসি	ঝলসে উঠে
প		খড় খড়গ	ধারালো তরবারি
		দহে	দগ্ধ করে, পুড়িয়ে দেয়।
	ব্যাখ্যামূলক কাজ	পাঠ্যাংশটির মর্ম উপলব্ধি করানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি ব্যাখ্যাম লক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, অপারগতায় আমি নিজে সাহায্য করবো।	সম্ভাব্য সাড়া
		১। "তোমার ন্যায়ের দন্ড' বলতে কবি কার ন্যায় দন্ড বুঝিয়েছেন ?	১। সৃষ্টিকর্তার।
		২। "ন্যায় দন্ড" বলতে কি বুঝানো হয়েছে ?	২। ন্যায় বিচার।
স্থা		৩। ন্যায় দন্ড প্রত্যেকের হাতে কে দিয়েছেন ?	৩। সৃষ্টিকর্তা।
		৪। প্রত্যেকের হাত বলতে এখানে কাদের হাত বুঝানো হয়েছে ?	৪। মানুষের হাত।
		৫। ন্যায় দন্ড সাধারণত কার হাতে থাকে।	৫। বিচারপতি বা শাসন কর্তার হাতে।
		৬। দেশ শাসন করে কারা ?	৬। রাজা বাদশা, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী এরা।
প		৭। ন্যায় বিচারের দায়িত্ব থাকে কাদের উপর ?	৭। বিচারপতির
		৮। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন কবি তা কিভাবে গ্রহণ করেছেন ?	৮। সবিনয়ে শিরোধার্য করে।
		৯। ন্যায় বিচার করতে তিনি কাকে ভয় করতে চান না ?	৯। কাউকেই ভয় করতে চান না।
ন		১০। তিনি সৃষ্টিকর্তার আদেশে কি প্রকৃতির মানুষ হতে চান ?	১০। নিষ্ঠুর প্রকৃতির।
		১১। সত্য কথা কবির মুখে কিসের মত ঝলসে উঠতে প্রার্থনা করেছেন?	১১। ধারালো তরবারির মত।
		১২। সৃষ্টিকর্তার সম্মান রাখতে কবি কি প্রর্থনা করেছেন।	১২। সুবিচার করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।
		১৩। সৃষ্টিকর্তার ঘৃণা কাকে কাকে দগ্ধ করবে ?	১৩। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহ্য করে উভয়কেই দগ্ধ করবে।
		১৪। যে অন্যায় সহ্য করে তাকে কবি ঘৃণা করতে বলেছেন কেন ?	১৪। প্রতিবাদ না করে অন্যায় সহ্য করাও অপরাধ।
		১৫। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে উভয়েই কি সমান অপরাধী ?	১৫। উভয়েই সমান অপরাধী।

সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
উপস্থাপন	নীরব পাঠ	শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যাংশটি এক বা একাধিকবার নীরবে পাঠ করতে বলবো এবং নির্ধারিত সময়ে তারা যথার্থ নীরবতা বজায় রেখে পাঠ করে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো।	
	পরীক্ষামূলক প্রশ্ন	পাঠ্যাংশটির মর্ম শিক্ষার্থীরা কতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো।	
অ		১। সৃষ্টিকর্তা কাদের উপর ন্যায় বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন ?	
ভি		২। এই দায়িত্ব কবি কিভাবে গ্রহণ করতে চান ?	
		৩। অন্যায়কারীকে ক্ষমা করা কিসের লক্ষণ ?	
যো		৪। কবি কাদের প্রতি নিষ্ঠুর হতে চান ?	
		৫। কবি কাকে কাকে ঘৃণা করতে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন ?	
জন	সারাংশ আদায়	বিভিন্ন মেধার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে শ্রেণীর দিকে মুখ করে আজকের পাঠের সারাংশ/মর্মার্থ বলতে নির্দেশ দেবো, প্রয়োজন বোধে আমি নিজে সাহায্য করবো।	অন্যান্য শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে তা শুনবে।
বাড়ির কাজ	বাড়ির কাজ	নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে নির্দেশ দেবো এবং তা বোর্ডে লিখে দেবো।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় প্রশ্নগুলো লিখে দেবো।
কাজ		১। ভাব সম্প্রসারণ কর ঃ “অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা করে তারে যেন তৃণ সম দহে”।	

ভ্বড ভ্রষখ“ভব্র

ভস্বহভম্খম্ষ উক্রচ্ছযপষ্ঠসঁ, ণ্বখ্ব

স্হগুত্ত্রী ৭ল জ্ব ঢ়গিষ্ঠী ৪০ যঁঢ়েষ ঘংী ১২+ ভ্রত্রচ্ছধ বশ্চষী ৬হ্বযড়–ী	৬যড়ঁী য়স্নি ড্রয়ধষ্ঠ ঢ়্রফ্ষত ভ্বডী খ্বযধ্ব ৬যহেড় ভ্বডী ত্বধণ্ট্রত - ষয়্রজ্জপগুব্রন ঢ়্রখম্ষ ঢ়লঁী ৪০ম্রবঠ ধ্রষগী

ত্বছষত্রঁ উরেহষ্ঠী

1. শ্বন্ধ উক্রচ্ছষতে ধ্রস স্ষগে ত্বস্ত্রন্ খষধে ভ্বষযে ;
2. ৬যহেড় ব্রম্নভখ অত্রিযহেড়েষ যষ্ঠগষ্ঠ খষধে ভ্বষযে ;
3. বধম্ব হল্টস্রস ঢ়ব্রন্ক্ষ খষে স্ঢ় ঢ়খস হল্ট য়খেষ্ঠ যষ্ঠযয়্রষ খষধে ভ্বষযে ;
4. খ্বযধ্রষ লম্নস ব্রযযদম্নগ্ন্ যত–ব্র খষধে ভ্বষয়ে

ফ্ষত্রী ৬যভপ স্নখ্বে ত বঁ৬যভপেষ লম্গ্রেলম্গ্র য়ত্তঁষ লফেষ্ঠঈ ঋ্বযবেষ ভগুখ্রধ স্ঘক্টষষ্ণত্রয়ধু

উভখষতী ভ্বডষ্ঠভম্দ্মগ্নখ ঐযস্হগুতখৎেষ ঢ়্রফ্ষত উভখষতু

ভ্বডেষ ভশ–ঁব	৬যড়ঁ	স্হগ্ন ও স্হগ্নব্রেষ খ্বঝ	৬হ্বত্রব্র–
প্র স্ত	অযক্তব ভষ্রৎ/লূব্রঢ়খ ভ্রষযেহ ঘডবী	ত্বঝখেষ ভ্বডেষ অবম্খ্মস লূব্রঢ়খ ভ্রষযেহ ঘডবেষ ঝবষ্ঠ ত্বল জ্বপেষ ৬বলজ্বম্রগধ ভগুহজ্বস্রে৬ঝ্বঢ় খষযী (খ) ত্বলষ্ক৬খ উব্রেহ্ষ্ঠ ঢ়য–ত্বন্ক্ষলব্রেষ্ক৬বখঠ ভগুন–ব্র খ্বষ? (গ)৬যভপেষ লম্গ্রেলভ্বগ য়সে ত্বলয় ধ্রষ খ্বজ্জে৬খ ভগুন–ব্র খ্বষ?	ঢ়শ্চ্বযষ্ঠ উন্ষী খ. ত্বলয়৬বঝেষ ও ভষেষ ব্রস ছ্বঈ গ৬যভপ স্নখে ষৎ ভ্বত্তঁষ ঝবষ্ঠ ভগুন–ব্র খ্বযু
৬ধ	বধম্ব ভ্বড স্ঞ্চড়ত্রী	ধ্ব য়সে ত্বঝ ত্বলয় ঐল্ভব ফষবেষ ঐষ্ঠঠ খ্বযধ্ব ভ্রযু খ্বযধ্রঠষ ব্রলী "ত্বধণ্ট্রত' -ষয়্রজ্জপগুব্রন ঢ়্রখম্যু খ্বযধ্রঠষ ব্রল স্ব্যঢ়ে–৬সগে স্পয়ু	৬হ্বত্রব্র–য় ভ্বডেষ্ক৬হয়্রেব্রল গ্রধ্রঁ ধম্সে স্বয়ে

ভ্রডেষ ভশ্ব	৬যড়ঁ	স্হগ্ব ঔ স্হগ্বব্রেষ খ্বঝ	৬হ্ৎন্ত্র–
ড প	**খ্বয ভস্ত্রছধ**ী ষয়্রজ্জপণ্ডব্রন ড্বখম্ষ খসখ্বধ্বষ স্ঋ্বংঢুখ্বেষ ড্বখম্ষ ষ্ণ্বংধে ১৮৬১ ৬গদ্ব্ঠল্টে ঝজ্জলঘত্তয়ত খষেব্ল৬ধ্ববব "ঘ্রধ্ব্চস' খ্বযেণ্ঠষ ঝবণ্ঠ স্ব্রযেস ভম্ষপ্বষ ড্বব্ল৬যহঞ্জখ্বয ষয়্রজ্জপণ্ডব্রন ড্বখম্ষ ব্রঠণ্ঠখ্বষ, উভবণ্ঠ্ঢ়খ, ভণ্ডযভ্রখ্বষ, ঘ“ভখ্বষ, ঢ়ম্স্ত্রহ“ভ্র, ঢ়ঘ্রিধখ্বষ, ঘ্বঁখ্ব৬ছ্বহ“ভ্র৬হ্ণ্বযপ, ব্রড্বযপ, প্বহভবখ ভণ্ডব্রধ যহ্লম্গ্র ভণ্ডধব্রষ খ্বসব্ধঁ হ্বৎষ স্ষগে স্ঘজেব্র ভ্ছ্ব', "যস্বখ্ব", "ঢ্রেব্রষ ধম্ব্র' ধ্বষ্ঠ৬যগণ্ঠধ খ্বযণ্ঠ ঘজ্রভু ৬ধ্ববব ১৯৪১৬গত্তদ্ব্ঠল্টে ভষস্বেখ ঘলব খষেব্র	জ্বয় খ্বয ঢ়শচব্ভেখ ঝ্ববে, ধ্ব যম্এব্রষ ঝবণ্ঠ ত্ত্বল৬বলজ্বম্ব্রগধ ভণ্ডহজ্বস্বে৬ঝ্বঢ় খষয়ু ধ্বয় ব্র ভ্বষসে ত্ত্বল ঢ্বয়শণ্ঠ খষয। (খ) খ্বয খ্ব্নেঁ খধ ঢ্বসে ঝজ্জল ঘত্তয়ত খষেব ? (গ) ধ্বষ্ঠ৬যহঞ্জব্বেং গণ্ঠধষ খ্বষত ৬খ ? (ঘ) ধ্বষ পম'ছ্বষ গ্বব্ল৬যগণ্ঠধ ঘজ্রভেষ ব্রল যসু (ঙ)৬ধ্ববব খধ ঢ্বসে ভষস্বেখ ঘলব খষেব ?	(খ)খসখ্বধ্বষ স্ঋ্বংঢুখ্বেষ ড্বখম্ষ ভষয়্বষে ১৯৬১ ৬গত্তদ্ব্ঠল্টে (গ)৬ধ্ববব ঘ্রধ্ব্চস খ্বযেণ্ঠষ ঝবণ্ঠ স্ব্রযেস ভম্ষপ্বষ ভ্বব ঐযি ৬যহঞ্জলঁ ধ্বষ গণ্ঠধ জ্বংঁ ভং (ঘ) ঘ্রধ্ব্চস৬ছ্ব, যস্বখ্ব, স্ঢ্রব্রষ ধম্ব্র, ভষয়্র, ঘ“ভৃক্রজ স্ঘ্বষ্ব, স্হড়েষ খ্বযধ্ব ভণ্ডব্রধু (ঙ) ১৯৪১৬গত্তদ্ব্ঠল্টে
	৬হৎখেষ ত্ত্বপহ– ভ্বড।	খ্বযধ্বঠষ জজ্জপ, ড্বধ, হ্বষঘত্তল, উক্রছ্বষত ঔ ব্রযেষ ভণ্ডধ সৎণ্ঠ যেগে ত্ত্বল ঐখ্বঠ ত্ত্বপহ– ভ্বড স্পয়ু	৬হ্ৎন্ত্র–ষ্ব ভ্বডঠ লব্রেশ্বেষ্ঠ৬পঁ স্থবয়ে
দ্মভ্ব	৬যভপে স্ল্বষে/ষ্বৎ খয়্বে/ঐ বয়ে স্ল্বষ ভণ্ডন–ব্র -------		
প ব	লব্রেশ্বেঘ ভস্ত্রৎল্মসখ ভণ্ডহজ্ব।	ত্ত্বপহ–ভ্বড/ত্ত্বম্ভ্রন্খ্বস্ৎ৬হ্ৎন্ত্র–ষ লব্রেশ্বেঘ ঐযখ্বিযধ্বঠ যম্এব্রষ ঝবণ্ঠ ত্ত্বল৬বলজ্বম্ব্রগধ ভণ্ডহজ্বস্বে ৬ঝ্বঢ় খষয। (খ) খ্বযষ ভণ্ডন–ব্ল৬খ ? (গ) খ্বয পম্ীস্গষ লম্গ্রেলম্ভগ য়ঁ ঢ্বগ্নউব্র ছ্বঈজেব ব্র স্খব? (ঘ) ঢ়ট্রিষে ঙধ ঙঠস্৬ধ্ববল৬খ ব্রযে ধ্ব ঘত্তয়ত খষধে ছ্বঈজেব ? (ঙ)৬যভপে ঢ়য়্বঁ ব্র ঝম্ঠস্৬ধ্ববব ৬খঢ়েষ ঔভম্ব৬বর–ষ খষধে ছ্বব ?	খ) খ্বষ্ঠ৬যভপ স্শব রঁ ব্র ভ্বব্রু গ)৬ধ্ববব ছ্বব্ল৬বঝেষ ত্ত্বন্ক্ষ্ম যসে পম্ীগখে ঝঁ খষধ্বে ঘ)৬ধ্ববব স্শব ঢ়ষ্ঠ৬খজম্ ঢ়য়ঝব্রযে ঘত্তয়ত খষধে ভ্বষেব৬বঝেষ লবে শেব রঁ ব্র ত্ত্বঢ়ে য়্ব পম্য–স য়ঁ ব্র ভংব্রু ঙ) ত্ত্বধণ্টত্ত্বন্ক্ষ্মষ ঔভম্ব৬বর–ষ খষধে ছ্বব্রু

ঊ	**ৃযস্খন্ধ উক্রচ্ছষত স্হগ্নব্রী** ৃযভপ - পস্নীগ - ষ্ৎ - যষ্ঠনধ -	ভৃডর্ষ্ঠযড়ঁষে স্ত্রগ্নঘ–ধ স্শ হল্টস্নসষ উক্রচ্ছষত জ্বয় রুস্স খষধে ভৃষে স্ঢ়স্রেষ্কযস্খন্ধ উক্রচ্ছষত স্মল স্নঘে খষয ঐযি ভষ্কেহৎন্ত্র–পেষ প্লয় উক্রচ্ছষত শ্বষঁ স্বযু	ৃহৎন্ত্র–য় স্নলষ উক্রচ্ছষত অবস্ঢ়ষত খষে হল্টেষ্কযস্খন্ধ উক্রচ্ছষত খষয়ে
ভ	জ্বপেষ ভডবী	ঐষভষ ৩/৪ ঝব জ্বখে স্নঝখেষ ভৃডঠ ভংধে যসয়ু ধ্রপেষ খ্রেন্নঔ ঠ য়সে ভৃড স্হড়ে ঢ়হ্বেফব খষে স্পয়ু	
দ্মভ্ভ	শ্বডব হল্টেষ অন–স্হগ্নব্রেী দ্রুগ্নউব্র-ভগুয়েফ, স্থ্রব্র-ভগুধ্রষত্র, ত-ষ্ৎ	স্মল ভগুহেজ্জন্ষেষ ঢ়্যশেষ্ঠ স্নঝখেষ ভৃডেষ শ্বডব হল্টস্রেষ অন– জ্বপেষ্কবখঠ স্নখে স্নপ্নঁ খষে স্যঢে–ৃসগে স্পয়ু	জ্বয় হল্টন– গ্নধ্রঁ ধস্সে স্বয়ে
ভ	যষ্ঠগষ্ঠল্মসখ ভগুহেজ্জষ ঢ়্যশেষ্ঠ লল– স্নপ্নী	ঐয়ষ্কবছেষ ভগুহজ্জসষ ঢ়্যশেষ্ঠ শ্বযধ্রঠষ লল– স্নপ্নঁ খষয়ু (খ) ৃযভপে স্ন্নষে ষ্ৎ খন্নে ঐবয়ে স্লষ ভগুন–ব্র' - ধযে শ্বযষ ভগুন–ব্লখ ?	খ) ৃযভপে ৃথ্রব স্নভব লব্রেযস ঔ স্নধন্টন্তুক্ষ্মপঁ ঝঁ খষধে ছ্বব্র
ব	ব্র দ্বব লবেষঙধ ফবেষ ঙধধে, স্য় যষেতষ্ঠ ঐঈ যষ স্পয় স্লষ্কছধ্রে -ষয়্রজ্জপগুব্রন ড়্খস্য়	(গ) পস্নীগেষ্কপবে দ্রুগ্নউব্র ছ্বব ব্র, ধষ্কেখ ছ্বব ? (ঘ) শ্বপ স্খন্নঔ স্নখে শ্বযষ স্খ্রব ঢ়্যঁ ব্র ঝস্ঠে ধষ্কেথ্রব্লখ খষযেব ? (ঙ) ঢ়ট্টিষেঙধ ঙঠসে, ভগুস্থধ য়সেৃথ্রব্লখ ব্রযে ধ্র ঘত্তয়ত খষধে ছ্বব? (চ) শ্বযধ্রঠধে শ্বযষ স্খ্রব ল্বভ্রঢ়খধ্র ভগুখ্নহ স্ভঁজে ?	(গ) ৃথ্রব্লবঝেষ ন্তুক্ষ্ম যসে ধ্রুষ যষ্ঠনধ্বছন্ষে ঢ়খস পস্নীগধ্রভ ঝঁ খষধে ছ্বব্র (ঘ) ঢ়ট্টিষে খ্নন্নে ঢ়্যশষ্ঠ ভৃঔঁ ব্র স্ঘসেঔথ্রব ভম্নঝঁ স্লবে স্বযেব ব্র ঐযিধ্রুষ লবেষ ন্তুক্ষ্ম স্শব অঠস্ঠ ন্নখে (ঙ) ঢ়ট্টিষে ৎঙধ স্থ্রব্র ঔ অঢ়য়প্লেঘধ্রষ ল্বফর্ষ্ঠলেথ্রব স্থ্রঁ ন্তুক্ষ্মধে ল্বন্ন উচ্ছস্ খষে প্লংধে ছ্বব্র (চ) ঢ়ফ্ষত ল্বভস্ড্ডযভপ নেখে উন্ধষ ভৃঔঁষ ঝবষ্ঠ ভগুন–ব্র খষে ন্নখে, ঐ শ্বযধ্রঁ শ্বয স্নভব লব্রেযস প্লষ্কযভপ স্নখেত ভৃঔঁষ ভগুন–ব্র খষজেব্র
	ল্মসষ্ঠঁবী	**দ্রুপ্তিক্ষ-উন্ষ ভগুহজ্জ (স্লন্তুগখ)ী** 1. ৃযভপেষ লস্গ্নেলম্ভগ য়ঁ শ্বযষ ভগুন–ব্লখ ? 2. শ্বষ্কযভপ নেখে লম্ভন্ক্ষ্ম ছ্বব স্খব ? 3. ৃযভপেষ্কপদ্ধেখ ধ্রুখে ঢ়্যশষ্ঠ খষযে ? **যছব্রল্মসখ ভগুহজ্জ(দ্রুগধ)ী**	

		অ্বধণ্ট্বত খ্বযধ্বঠ ৺নখে অ্বলষ্কঋহ্বং ৺ভঁ ্বখ ?

Subject : ENGLISH

(A lesson plan for oral activities)

T =Teacher	Class 10
SS =Students	English For Today
S =Student	Chapter Six: Section one
bb =Blackboard	Topic : Making a phone call

Objectives -

SS will be able

Functional
1. to make a phone call
2. to tell the time on the 24-hour clock.

Linguistic
3. to use may/could to make polite requests.
4. to say different times (i.e. to practice the speaking skill).

1. PREPARATION (warm-up) :

T : Elicits answers to these questions:

1): Do you like a journey by train ?

2): Did you make any train journey recently ?

3): Suppose you want to go to Dhaka/Rajshahi/Mymensingh .....by train, but you do not know when the train leaves (name of the station). How can you know the time quickly ?
(Answer : by making a phone call to station)

If the school does not have any telephone, imagine that the headmaster (headmistress) has a telephone in his/her room and you can use it with his/her permission.

4): Do you remember who won the first prize in the Unesco art competition ? (Tareq-previous section)

Now Tareq is at Sonapur School. He will go to New York to receive the prize. First he will go to Dhaka. But he does not know when the train to Dhaka leaves Rangpur Railway Station. How can he know the train time ? (He can phone ....) So Tareq wants to phone the Rangpur railway station.

২. PRESENTATION, PRACTICES AND PRODUCTION:

(1) Demonstrating how to make a phone call.

(a) T shows a telephone set, if possible. If this is not possible, he can show a toy telephone or a picture of it. If nothing is possible he can draw a telephone (good drawing is not essential) on bb, showing th digits, the receiver and the cord.

(ন) T writes a number, say 5227 on bb. Then he says, See, how I'm going to make a phone call to the railway station. This is the receiver. Say receiver. (ss repeat once or twice) I'm lilfting the receiver. Now I can hear a tone. This is dialing tone-dialing tone. Say dialing tone .... Now I'm dialling the number 5-3-2-7. Oh, I can hear the ringing. Yes, I can hear a man's voice.

T asks few SS to demonstrate.
(Most of the above details will not be necessary in a city/town school)

(c) Pairwork. T says, Suppose I'm the headmaster. I have a telephone. You want to make a phone call. But before you do so, you have to ask my permission. How will you ask permission ?
T elicits answers. He writes on bb:

Request : May I use the phone please, sir ?

Response : Sure, Go ahead !

T does pair work with a few SS.
SS do pair work.

(2) Demonstrating how to say the time on the 24-hour clock.

(a) T shows a 12-hour (traditional) clock face.

What time is it ?

(Ans- 4 p.m.)

T writes on bb: 4 p.m.

Q. what time is 4 p.m. on the 24-hour clock ?

(b) T explains the 24-hour clock. He/she uses bb.
There are 24 hours in a day :
1-12 a. m. and 1-12 p. m. (on the 12-hour clock)
But airlines and railways use the hours like this :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
They add 12 to the hours after noon.
1 p. m. is (1+12) 13
2 p. m. is (2+12) 14
3 p. m. is (3+12) 15
Ans. 4 p. m. is (4+12) 16
11 p. m. is (11+23) 23.

(c) on the 24-hour clock different times are written and said like this :

12-hr clock		**24-hr clock**
	We write	We say
1 a. m.	01:00	zero one hundred hours
5:30 a. m.	05:30	zero five thirty hours
11:45 a. m.	11:45	eleven forty five hours
3:05 a. m.	15:05	fifteen zero five hours
9:10 p. m.	21:10	twenty one ten hours

and so on.

T writes on bb the following times one by one. SS say the times first in groups, then individually.
06:43
22:00
14:10
08:10

(3) **Silent reading**

(a) T explains through question -answer : express train, fast train and she for train.

(b) T asks SS to ope the book at page 226 and read silently for $1\frac{1}{2}$ minutes telephone talk between Tareq and Voice.

(c) T asks questions:
(i) When does the express train to Dhaka leave Rangpur ?
(ii) What time does she arrive in Dhaka ?
(iii) What time does the North Bengal Mail leave Rangpur ?
(iv) What time does she arrive in Dhaka ?

(ফ) Pair work : Voice ..... Tareq.

(First T does the pair work with one S. Then 2 SS demonstrate it in front of the class. Finally the whole class does it from their seats)

---

(৬) Evaluation

T asks SS the following question. SS answer individually.

1. How would you ask permission for using a telephone ?
2. How would you make a phone call ?
3. How would you say the following times ?

06:05

09:30

11:50

13:45

17:00

19:55

21:15

23:09